



সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান

প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল, আসাদুর রহমান
জব্বার হোসেন, রুহুল তাপস

সহযোগী প্রতিবেদক
হাসান মূর্তাজা

কাটুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড

আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন

কাজী ইনসান টোকিও
প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইক্সটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল : s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

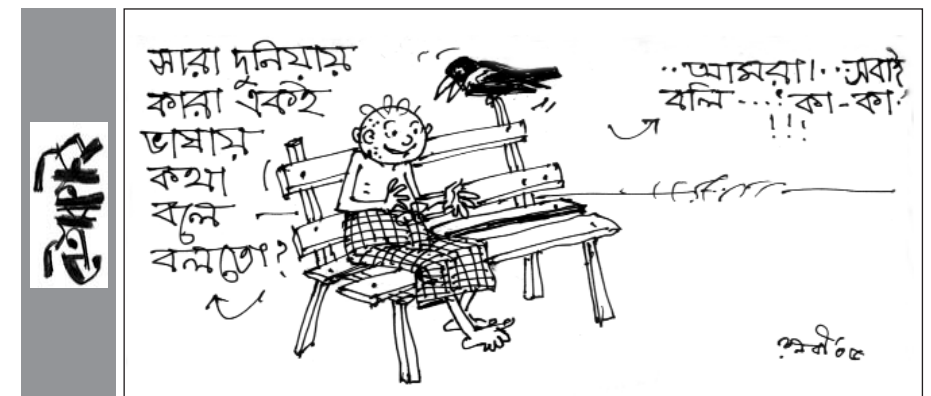
দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রান্সক্রফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠছে। অপরদিকে
থ্রেনেড, বোমা হামলা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মানুষ অতিষ্ঠ। এর মধ্যেই চলছে বিরোধী দলের
উদ্দেশ্যবিশীন হরতাল। ফলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ক্রম অবনতি ঘটছে। অজানা এক
ভয় সর্বত্র গ্রাস করছে।

সাবেক অর্থমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যার পর
সারা দেশের মানুষ হতবাক হয়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষ প্রতিবাদ জানায়। অথচ প্রধান
বিরোধী দল আওয়ামী লীগ জনগণের এ অনুভূতিকে সম্মান না দেখিয়ে ৬০ ঘণ্টার লাগাতার
হরতালের ডাক দিল। জিম্মি করে ফেলা হলো প্রতিবাদী মানুষগুলোকে। সরকারি দল তদন্তের
ধুম্রজাল সৃষ্টি করছে। পরোক্ষভাবে প্রধান বিরোধী দলকে দায়ী করছে। ফলে অতীতের থ্রেনেড
হামলা, অস্ত্র উদ্ধারের মতো কিবরিয়া হত্যাকাণ্ড হারিয়ে যাচ্ছে। কিবরিয়ার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে
সরকার ও বিরোধী দল এখন ক্ষমতা দখল, টিকে থাকার চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেমেছে। একটি দেশের
রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় গিয়ে দলীয় আদর্শ বাস্তবায়ন। জনগণের
কল্যাণ সাধন। অথচ আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের কথা ভুলে
যায়। বিরোধী দলে থাকলে হালুয়া রণটির জন্য ক্ষমতায় যেতে মরিয়া হয়ে ওঠে। মাঝখানে জনগণ
ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকার সিঁড়ি হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হয়। কিবরিয়ার নীরব আন্দোলন
হারিয়ে যায় ক্ষমতার লড়াইয়ের মাঝে পড়ে। এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। চলতে দেয়া
যায় না। ভাষা আন্দোলনের রক্তমাত মাস ফেব্রুয়ারিতে আজ আমাদের একটি স্বনির্ভরশীল সুখী
বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিতে হবে। এ জন্য জনগণকে সোচ্চার হতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের
সঠিক পথে চলতে জনগণকেই বাধ্য করতে হবে।



২০০৫